লো প্রোফাইল গ্রুপে সুযোগ সবার জন্য

গ্রুপের লড়াই জমবে কেমন

এইচ

বত্রিশটি দেশ। আটটি গ্রুপ। আর আটের বিন্যাসে সবচেয়ে 'ওপেন' নিঃসন্দেহে এইচ গ্রুপ। প্রতিটি দলের সামনেই সুযোগ রয়েছে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে পা রাখার। কলম্বিয়া অভিজ্ঞতার নিরিখে এগিয়ে থাকলেও, দীর্ঘ ১২ বছর পর বিশ্বকাপে প্রত্যাবর্তন করা পোল্যান্ড, ১৬ বছরের প্রতীক্ষার অবসানে মূলপর্বে পৌঁছোনো সেনেগালের সঙ্গে এশিয়ার প্রতিনিধি জাপানও গ্রুপের গণ্ডি টপকে গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

জেনে রাখুন

- লাতিন আমেরিকার শেষ দল হিসেবে মূলপর্বে পৌঁছোয় কলম্বিয়া। ২০১৪-র ব্রাজিল বিশ্বকাপের অন্যতম কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট। লস কোপেটেরোস ব্রিগেডের অন্যতম অস্ত্র রাদেমেল ফালকাও ও জেমস রডরিগেজ।
- ২০০২ কোরিয়া-জাপানে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে নেমেই চমক দেখায় সেনেগাল। ১৯৯৮-র চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স এবং সুইডেনকে গ্রুপে পরাজিত করে। স্বপ্নের দৌড় আটকে যায় কোয়ার্টার ফাইনালে।
- এশিয়া অঞ্চলে সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়ার পিছনে থেকে মূলপর্বে উঠেছে জাপান। বর্তমান দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স আহামরি না হলেও, ২০০২ ও ২০১০-এ রাউন্ড অফ সিক্সটিনে পৌঁছোনোর সাফল্যকে এবার ছাপিয়ে যেতে মরিয়া উদিত সূর্যের দেশ।
- ইউরোপের মঞ্চে যোগ্যতাপর্বে ১০টি ম্যাচ খেলে সর্বোচ্চ ১৬টি গোল করেছেন পোল্যান্ড অধিনায়ক রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

পোল্যান্ড

১৯৭৪ থেকে ১৯৮৬। টানা চারটি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছে পোলিশরা। পরবর্তী সাতটি বিশ্বকাপের মধ্যে মাত্র দুবার, ২০০২, ২০০৬-এ মূলপর্বে খেলেছে। ২০১৬ ইউরো কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছোয়। গত বছর নিজেদের সর্বোচ্চ ৫ নম্বর র‍্যাংকিংয়ের নজির গড়ে পোলিশরা। সাত ও আটের দশকের সাদা-লাল জার্সির স্বর্ণযুগ ফেরাতে মরিয়া লেওয়ানডস্কি, গ্রসিকি, পিসজেক, গ্লিকরা।

ফিফা র‍্যাংকিং ঃ ৮

বিশ্বকাপ ইতিহাস ঃ ১৯৩৮-এ প্রথম বিশ্বকাপ। সবমিলিয়ে সাতবার মূলপর্বে। দুবারের সেমিফাইনালিস্ট।

সেরা সাফল্য ঃ ১৯৭৪ ও ১৯৮২-র বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান।

কোচ ঃ অ্যাডাম নওয়ালকা। ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপে দেশের হয়ে খেলেছেন। ২০১৩-য় জাতীয় দলে কোচের দায়িত্ব। নওয়ালকার প্রশিক্ষণে গত ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ আটে উঠেছিল পোল্যান্ড। ১২ বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বেও।

তারকা ঃ রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ইউরোপের যোগ্যতাপর্বের সর্বোচ্চ স্কোরার পোলিশ অধিনায়ক। দেশের হয়ে সর্বাধিক গোলের নজিরও তার পকেটে। কোচ অ্যাডাম নওয়ালকার মতো বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার লেওয়ানডস্কি।

সম্ভাব্য ফর্মেশন ঃ ৪-৪-১-১ কিংবা ৪-২-৩-১

সেনেগাল

৬ ম্যাচে চারটিতে জয় ও দুটি ড্র। অপরাজিত থেকে মূলপর্বের টিকিট পেয়েছে আফ্রিকার দেশটি। ইউরোপের বিভিন্ন লিগে খেলে বেড়ানোর সুবাদে দলের বেশিরভাগই পরিচিত মুখ বিশ্ব ফুটবলে। সাদিও মানে, ম্যামে বিরম ডিউফ, মৌসা সোদের শক্তি-গতি নির্ভর ফুটবল চিন্তার কারণ বাকিদের জন্য।

ফিফা র‍্যাংকিং ঃ ২৭

বিশ্বকাপ ইতিহাস ঃ গত ১২ বারের চেষ্টায় একবারই মাত্র মূলপর্বের টিকিট লাভ। তাও ১৬ বছর আগে ২০০২ বিশ্বকাপে।

সেরা সাফল্য ঃ ২০০২ বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল।

কোচ ঃ আলিউ সিসে। ১৬ বছর আগে ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন সিসে। ২০১৫-য় দায়িত্ব নেওয়ার পর সিসের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। আফ্রিকান অঞ্চলের যোগ্যতাপর্বে অপরাজিত থেকে রাশিয়ার টিকিট পেয়েছে।

তারকা ঃ সাদিও মানে। আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম সেরা ও দামি ফুটবলার। ২০১৬-য় ৩৪ মিলিয়ন পাউন্ডে লিভারপুলে যোগ দেন। শক্তি, গতির সঙ্গে স্কিল সাদিওকে বিপজ্জনক করে তুলেছে।

সম্ভাব্য ফর্মেশন ঃ ৪-৩-৩ অথবা ৪-১-৪-১

কলম্বিয়া

বেয়ার্ন মিউনিখের হামেস রডরিগেজ, মোনাকোর রাদামেল ফালকাও-এর সঙ্গে দুই তরুণ টটেনহ্যাম হটস্পারের ডেভিনসন স্যাঞ্চেজ ও বার্সেলোনার ইয়েরি মিনার মতো তারকারা রয়েছেন। লাতিন আমেরিকান দৃষ্টিনন্দন ফুটবল সম্পদ ভালদেরামার দেশের। এসকোবার ইতিহাস পিছনে ফেলে নতুন অধ্যায়ের সূচনায় মরিয়া কলম্বিয়া।

ফিফা র‍্যাংকিং ঃ ১৬

বিশ্বকাপ ইতিহাস ঃ ৫বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৬২-তে প্রথমবার।

সেরা সাফল্য ঃ ২০১৪-য় কোয়ার্টার ফাইনাল।

কোচ ঃ হোসে পেকারম্যান। ২০১২ থেকে কলম্বিয়ার কোচের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এই আর্জেন্টিনীয়। পরপর দুই বিশ্বকাপের মূলপর্বে কলম্বিয়া পৌঁছেছে তার পেকারম্যানের প্রশিক্ষণে। এর আগে ২০০৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার দায়িত্বে ছিলেন। তার প্রশিক্ষণে তিনবার ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে মারাদোনার দেশ।

তারকা ঃ হামেস রডরিগেজ। ২০১৪-র বিশ্বকাপের সোনার বুট পান। বেয়ার্ন মিউনিখের তারকা এই স্ট্রাইকার এবারও তৈরি গোলের সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে দুবার ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছেন।

সম্ভাব্য ফর্মেশন ঃ ৪-২-৩-১

জাপান

টানা ষষ্ঠবার বিশ্বকাপে। এশিয়ার অন্যতম ফুটবল শক্তি জাপান তৃতীয়বার গ্রুপের বাধা অতিক্রম করতে মরিয়া। অপেক্ষাকৃত সহজ গ্রুপও পেয়েছে এবার। ব্লু সামুরাই ব্রিগেড এবার কিছুটা বয়সের ভারে ন্যুব্জ। দলের সাতজনের ৮০টির বেশি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। লেস্টার সিটির সিনজি ওকাজাকির দিকে দল তাকিয়ে।

ফিফা র‍্যাংকিং ঃ ৬১

বিশ্বকাপ ইতিহাস ঃ প্রথমবার ১৯৯৮-এ বিশ্বকাপ খেলেছে। এরপর টানা বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছেছে জাপান।

সেরা সাফল্য ঃ ২০০২ ও ২০১০, দুবারই রাউন্ড অফ সিক্সটিনে উঠেছিল।

কোচ ঃ আকিরা নিশিনো। সাতের দশকে জাপানের হয়ে বিশ্বকাপ যোগ্যতাপর্বে অংশ নিয়েছেন। ১৯৯৬-এর অলিম্পিকে জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। এবার কোচ হিসেবে বিশ্বকাপের স্বাদ পেতে চলেছেন।

তারকা ঃ মায়া জোশিদা। স্টাইলিস সেন্টারব্যাক। তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলতে নামছেন। ২০১২ অলিম্পিকে দলের অধিনায়ক।

সম্ভাব্য ফর্মেশন ঃ ৪-৩-৩ অথবা ৩-৪-২-১।

গোল্ডম্যান স্যাক্সের সমীক্ষা

জার্মানিকে হারিয়ে কাপ ব্রাজিলের

নিউ ইয়র্ক, ১২ জুন ঃ কাউন্টডাউন শুরু।

বৃহস্পতিবার পর্দা উঠছে একুশতম ফুটবল বিশ্বকাপের। ব্রাজিল, স্পেন, আর্জেন্টিনা...টিমগুলি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে মিশন রাশিয়ায়। চলছে ফাইনাল টাচের প্রস্তুতি। সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নের কোটি টাকার প্রশ্ন নিয়ে চলছে ভবিষ্যদ্বাণী। আগাম পূর্বাভাসে সবাইকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ব্রাজিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থা গ্রেসনোট -এর পর এবার একই ভবিষ্যদ্বাণী গোল্ডম্যান স্যাক্সের। আর্থিক সংস্থাটি রাশিয়া বিশ্বকাপের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছিল। সমীক্ষার ফল, ষষ্ঠবারের জন্য ব্রাজিলে পাড়ি দিচ্ছে বিশ্বকাপ। বদলার ম্যাচে জার্মানিকে ফাইনালে হারিয়ে ভিকট্রি ল্যাপ দেবেন নেইমার-কুটিনহোরাই।

ফুটবল মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী বত্রিশ দলের বর্তমান ফর্ম, শক্তি, গ্রুপ বিন্যাস সহ ২ লক্ষ ডেটাকে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। চুলচেরা সেই বিশ্লেষণে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে সবার আগে ব্রাজিল (১৮.৫ শতাংশ)। পরের দুটি স্থানে যথাক্রমে ফ্রান্স (১১.৩) ও জার্মানি (১০.৭)। ফ্রান্স দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও, গোল্ডম্যান স্যাক্সের পর্যালোচনায় কাপযুদ্ধে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল জার্মানি। ঘরের মাঠে ২০১৪ বিশ্বকাপে ৭-১ হারের বদলা নিয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে ফাইনালে ২-১ গোলে হারাবেন নেইমাররা। সমীক্ষার রিপোর্ট অন্তত সেকথাই জানাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থা গ্রেসনোট এর সমীক্ষাতেও ব্রাজিলকেই সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বলা হয়েছিল। তবে জার্মানির বদলে বলা হয়েছিল স্পেনকে ফাইনালে হারাবে সেলেকাওরা। গোল্ডম্যানের ফাইনালিস্টদের তালিকায় স্পেনের বদলে জার্মানি জায়গা পেলেও, চ্যাম্পিয়নের পূর্বাভাস একই। গোল্ডম্যান স্যাক্সের তরফে বলা হয়েছে, 'সম্ভাব্য সমস্ত দিক, লাখো ডেটা খতিয়ে দেখেই এই ফলাফল আমাদের হাতে এসেছে। অবশ্য ফুটবল আনপ্রেডিক্টেবল গেম। অনিশ্চয়তায় ভরা, সেটাও মাথায় রাখতে হবে।'

সেমিফাইনালিস্ট ঃ ব্রাজিল, জার্মানির সঙ্গে সেমিফাইনাল খেলবে পোর্তুগাল ও ফ্রান্স। শেষ চারে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর স্বপ্নভঙ্গ করে ফাইনালে উঠবে ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের জার্মানি। অপর সেমিতে ফ্রান্সকে হারাবে ব্রাজিল।

আর্জেন্টিনার দৌড় শেষ আট ঃ বিশ্বকাপের স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যাবে লিওনেল মেসির। রিপোর্ট বলছে, কোয়ার্টার ফাইনালে ছিটকে যাবে আর্জেন্টিনা। সমীক্ষায় আর্জেন্টিনার স্থান সাত নম্বরে (৬.৫ শতাংশ)। একই হাল হবে শক্তিশালী স্পেনেরও। গ্রেসনোটের সমীক্ষায় স্পেনকে ফাইনালিস্ট ধরা হলেও, গোল্ডম্যানের এদিন প্রকাশিত পর্যালোচনায় শেষ আটেই শেষ তিকিতাকার কারিকুরি। হ্যারি কেন, রহিম স্টার্লিং সমৃদ্ধ ইংল্যান্ডের দৌড়ও শেষ আট পর্যন্ত। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়াকে হারালেও জার্মানির প্রাচীর অতিক্রম করতে সমর্থ হবে না থ্রি লায়ন্সরা। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের কাছে ২-১ ফলে হেরে বিদায় নেবে ইংল্যান্ড, বলছে সমীক্ষা। চমক ও

দুঃস্বপ্ন ঃ আয়োজক রাশিয়ার পক্ষে গ্রুপ লিগের বাধা অতিক্রম করা মুশকিল। হোম অ্যাডভান্টেজ থাকলেও, মাঠের যুদ্ধে তার প্রতিফলন দেখা যাবে না। রাশিয়ার গ্রুপ থেকে চমক দেখিয়ে নকআউটে জায়গা করে নিতে পারে সৌদি আরব।

সুব্রত ভট্টাচার্যের হাত থেকে বর্ষসেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সুনীল ছেত্রী। -ডি মণ্ডল

স্পেনকে বিশ্বজয়ী দেখতে চান মেসিভক্ত সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুন ঃ কেনিয়াকে হারিয়ে মুম্বইয়ের মাটিতে গত রবিবার দেশকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতিয়েছেন। আজ সেই কাপ জয়ের রেশ নিয়েই বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরুর শহরে হাজির হয়ে সন্ধ্যায় বর্ষসেরার পুরস্কার নিলেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে দিলেন দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে স্পেনকে সমর্থন করবেন তিনি। ইনিয়েস্তাদের বিশ্বজয়ী দেখতে চান ভারত অধিনায়ক। পাশাপাশি মেসির ফুটবল তার খুব পছন্দ। কিংবদন্তি মেসির হাতে বিশ্বকাপ উঠলেও অবাক হবেন না তিনি। সুনীল ছেত্রী বলছিলেন, 'আমার মতে, বিশ্বকাপে ফেভারিট স্পেন। আর সেমিফাইনালের দাবিদার হিসেবে স্পেনের পাশে জার্মানি, ব্রাজিল ও ফ্রান্সকেও রাখব।' ভারত অধিনায়কের তালিকায় আর্জেন্টিনার নাম নেই দেখে অবাক সংবাদমাধ্যমের পালটা প্রশ্নই ছিল মেসিকে নিয়ে। জবাবে ছেত্রী বলছিলেন, 'আমি মেসির ফ্যান। ওর খেলা দারুণ লাগে। ব্রাজিল বিশ্বকাপে ব্যর্থ হওয়ার পর মেসির হাতে কাপ উঠলে ভালো লাগবে। আশা করব, মেসি গোল করবে এবং আর্জেন্টিনা ভালো করবে বিশ্বকাপে।' মেসির সঙ্গেই তুলনা শুরু হয়েছে ভারত অধিনায়ক সুনীলের। আন্তর্জাতিক ফুটবলে দু-জনেরই গোল সংখ্যা এখন ৬৪। বার্সা তারকার সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে সুনীল ছেত্রী বলছেন, 'ভিত্তিহীন তুলনা। মেসি ভিন্ন স্তরের ফুটবলার। এমন তুলনা হতেই পারে না।' আজ ভারতীয় ফুটবলারদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সুনীল যেমন বর্ষসেরা হয়েছেন তেমনই সেরা তরুণ প্রতিভার সম্মান পেয়েছেন জেরি। সেরা বিদেশি ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন মিকু। আর সেরা কোচ হয়েছেন অ্যালবার্ট রোকা।

লুকাকুর জোড়া গোল ■ জিতে রাশিয়ার পথে বেলজিয়াম

কোচের চিন্তা বাড়াল হ্যাজার্ডের চোট

ব্রাসেলস, ১২ জুন ঃ তাদের ফুটবল ইতিহাসে এটাই গোল্ডেন জেনারেশন। কিন্তু ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ও দুবছর বাদের ইউরোতেও কাঙ্খিত সাফল্য আসেনি। আসন্ন বিশ্বকাপে কি হবে জানা নেই, তবে তারকা স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকুর জোড়া গোলে কোস্টারিকার বিরুদ্ধে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ জিতেই বিশ্বসেরার মঞ্চে পা রাখতে চলেছে বেলজিয়াম। তবে রাশিয়ায় নামার আগে মিডফিল্ড জেনারেল এডেন হ্যাজার্ডের চোট বেলজিয়ামের ফুটবলপ্রেমীদের চিন্তায় রাখবে।

অ্যাওয়ে ম্যাচে অবশ্য ২৪ মিনিটে ব্রায়ান রুইজের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল কোস্টারিকা। কিন্তু এখান থেকেই খেলাটা ধরে নেয় রেড ডেভিলসরা। হ্যাজার্ডের পাস থেকে সমতা ফেরান ড্রাইস মার্টিনস। দুবার অফসাইডের ফাঁদে পরার পর ৪২ মিনিটে অবশেষে গোলের রাস্তা খুঁজে পান লুকাকু। ৫০ মিনিটে ম্যান ইউয়ের লুকাকুর দুরন্ত হেডার বেলজিয়ামকে চালকের আসনে বসিয়ে দেয়। পরিবর্ত হিসেবে নামা মিচি বাতসুয়াইয়ের ৬৪ মিনিটের গোল তাদের জয় নিশ্চিত করে। কিন্তু মিনিট ছয়েক বাদে হ্যাজার্ডের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়া বেলজিয়ামের জয়ে কিছুটা তাল কেটেছে। যদিও দলের অন্যতম সেরা তারকাকে নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন লুকাকু। তাঁর কথায়, 'হ্যাজার্ডকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই। ও খুব শক্তিশালী ফুটবলার। একাধিকবার কড়া ট্যাকলের পরও হ্যাজার্ড উঠে দাঁড়িয়েছে। আশা করি শীঘ্রই ও সুস্থ হয়ে উঠবে।'

এদিকে, বিতর্কিত ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় পেল সেনেগাল। যেখানে ম্যাচ আধঘন্টা পরে শুরু হওয়ার কারণ জানা যায়নি। একাধিক রিপোর্টের দাবি, কিম ইয়ংয়ের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ৯০ মিনিটে সেনেগালের জয় নিশ্চিত করেন মুসা কোনাতে। ম্যাচটা আদৌ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ছিল কিনা সেবিষয়ে ফিফার তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

রাশিয়ার মাটিতে নজরে পাঁচ গোলরক্ষক

মস্কো, ১২ জুন ঃ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ম্যানেজার অ্যালেক্স ফার্গুসন একবার বলেছিলেন, 'যেকোনও দলের অ্যাটাক আপনাকে একটা ম্যাচ জেতাতে পারে কিন্তু ডিফেন্স খেতাব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।' আর তারা তো একটা দলের 'লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স' ও 'ফার্স্ট লাইন অফ অ্যাটাক।' ফলে ফুটবলে মিডফিল্ডারদের ডিফেন্স চেরা পাস কিংবা স্ট্রাইকারদের দর্শণীয় গোল সমর্থকদের মনে গেঁথে গেলেও এহেন গোলরক্ষকদের একটা দুর্দান্ত সেভ যেকোনও ম্যাচের ভবিতব্য ঠিক করে দেয়।

ক্রিকেটে উইকেট কিপারদের সঙ্গে গোলরক্ষকদের মিল রয়েছে। যেখানে দুজনের ভূমিকাই 'থ্যাঙ্কলেস জব'-এর মতো। একটা ম্যাচে একাধিক ক্যাচ ধরেও উইকেটরক্ষক হেডিং হতে পারেননা। ঠিক তেমনি একাধিক দুর্দান্ত সেভ করেও প্রশংসা পাননা গোলরক্ষকরা। কিন্তু গোলরক্ষকের ভুল দলের কতটা ক্ষতি করতে পারে তার হাতেগরম উদাহরণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল। যেখানে লিভারপুলের গোলরক্ষক লরিস কুরিয়াসের দুটো ভুল রিয়াল মাদ্রিদের টানা তৃতীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিশ্চিত করে। দুয়ারে কড়া নাড়ছে রাশিয়া বিশ্বকাপ। ফলে ফুটবলের সেরা আসরেও নজর থাকবে পাঁচ গোলরক্ষকের উপর।

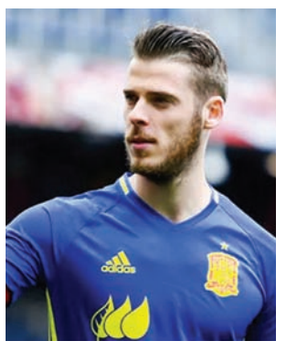

ডেভিড দে গিয়া (স্পেন)

নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক। প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দ্বিতীয় হওয়ার পিছনে এই স্প্যানিশ গোলরক্ষকের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শুধু ক্লাব ফুটবলে নয়, দেশের জার্সিতেও গত কয়েক বছরে একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন ২৭ বছরের এই তারকা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে স্পেনের নয়টি ম্যাচের মধ্যে ছয়টিতে ক্লিনশিট রেখেছিলেন দে গিয়া। পাশাপাশি মাত্র তিনবার তাঁকে টপকে গোল পেয়েছেন বিপক্ষের স্ট্রাইকাররা। ফলে রাশিয়াতেও দে গিয়ার থেকে একই ফর্ম আশা করবেন স্প্যানিশ কোচ জুলেন লোপেতেগুই।

ম্যানুয়েল ন্যুয়ের (জার্মানি)

বর্তমান ফুটবলে গোলরক্ষকের সংজ্ঞা বদলে দেওয়ার কারিগর। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে সুইপার-কিপারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জার্মানির বিশ্বজয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ন্যুয়ের। সাত ম্যাচে চারটি ক্লিনশিট রাখার পাশাপাশি পঞ্চম ডিফেন্ডারের কাজটাও নিপুণভাবে সারেন ৩২ বছরের এই কিপার। ২০১১ সালে শালকে থেকে বেয়ার্ন মিউনিখে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন তিনি। কিন্তু গত বছরের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয়বার পায়ের হাড় ভাঙার পর থেকে মাঠের বাইরে থাকলেও অভিজ্ঞতার জন্য ন্যুয়েরকে ২৩ জনের দলে রেখেছেন লো।

থিওবাউ কুর্তোয়া (বেলজিয়াম)

২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ও দুবছর বাদের ইউরো কাপে পারফরম্যান্স ভালো না হলেও বেলজিয়ামের বর্তমান স্কোয়াডকে 'গোল্ডেন জেনারেশন' বলা হয়। আর সেই স্কোয়াডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কুর্তোয়া। চেলসির জার্সিতে সাম্প্রতিককালে এক নম্বর গোলরক্ষকের জায়গা দখল করার পাশাপাশি দেশের ফুটবলেও অটোমেটিক চয়েস তিনি। আগের দুই ফিফা টুর্নামেন্টের ভুল শোধরানোর জন্য রবার্তো মার্টিনেজ ব্রিগেডকে সদ্যসমাপ্ত মরশুমে সবধরণের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৭টি গোল খাওয়া কুর্তোয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে।

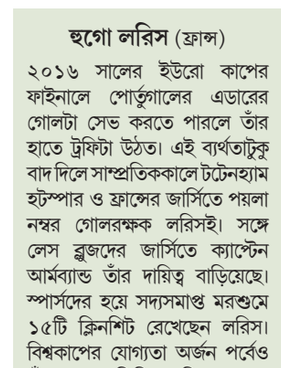

হুগো লরিস (ফ্রান্স)

২০১৬ সালের ইউরো কাপের ফাইনালে পোর্তুগালের এডারের গোলটা সেভ করতে পারলে তাঁর হাতে ট্রফিটা উঠত। এই ব্যর্থতাটুকু বাদ দিলে সাম্প্রতিককালে টটেনহ্যাম হটস্পার ও ফ্রান্সের জার্সিতে পয়লা নম্বর গোলরক্ষক লরিসই। সঙ্গে লেস ব্লুজদের জার্সিতে ক্যাপ্টেন আর্মব্যান্ড তাঁর দায়িত্ব বাড়িয়েছে। স্পার্সদের হয়ে সদ্যসমাপ্ত মরশুমে ১৫টি ক্লিনশিট রেখেছেন লরিস। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বেও তাঁর গোলকিপিং বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ফলে ১৯৯৮ সালের পর জিনেদিন জিদানের উত্তরসূরীদের বিশ্বজয় করতে হলে লরিসের ফর্মে থাকা জরুরি।

অ্যালিসন বেকার (ব্রাজিল)

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগ জেতা এডারসন মোয়ারেস বিশ্বকাপে যেকোনও দলের পয়লা নম্বর গোলরক্ষক হতে পারেন। কিন্তু ব্রাজিলের প্রথম একাদশে সেই জায়গায় এগিয়ে এএস রোমার অ্যালিসন বেকার। কোচ টিটেও অ্যালিসনকেই একটু বাড়তি পছন্দ করেন। সদ্যসমাপ্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রোমার সেমিফাইনালে ওঠার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ২৫ বছরের বেকারের। সদ্যসমাপ্ত মরশুমে ১৬টি ক্লিনশিট রাখার পাশাপাশি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে নয়টি ম্যাচে গোল খাননি ইন্টারন্যাশিওনালের প্রাক্তন এই গোলরক্ষক।